অকাল বৃষ্টি

সকালের দিকে বৃষ্টিটা ধরে এসেছিল, দুপুর নাগাদ আবার মুশলধারে শুরু হ'ল। সেই সঙ্গে হাড় কাঁপানো শীত। হাত পা যেন জমে যাবে ঠাণ্ডায়। র‍্যাপারখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সোফায় পা তুলে গুটি-সুটি হয়ে বসলো মায়া। বুধবার বিকেলে বৃষ্টি নেমেছে, আর আজ হ'ল শনিবার। অঝোর ধারায় এক নাগাড়ে হিমশীতল জলের বর্ষণ হয়ে চলেছে। দোকান-পাট বন্ধ। ঠেলাগাড়ির ফিরিওলাদেরও পাত্তা নেই আর। কাগজওলা দু'দিন ছুটি কাটিয়ে একটু আগে তিনদিনের বাসি-তাজা কাগজের বাণ্ডিল চলন্ত সাইকেল থেকে বন্ধ দরজার বুকে নিক্ষেপ করে হাওয়া হয়ে গেছে। ভিজে বারান্দায় লুটোপুটি খাওয়া কাগজগুলো এইমাত্র ঘরে এনেছে মায়া এবং এখন শীতে বর্ষায় কাহিল হ'য়ে গুটিয়ে বসে সেগুলোই অনুধাবনের পরিকল্পনা করছে।

এমন সময় ক্রিং..ক্রিং ..।

টেলিফোনে সুরজিতের গলা ভেসে এলো, "কেমন আছ?"

অবাক বিস্মিত গলায় মায়া বললো, "কেমন আবার ! অফিসে যাবার সময় যেমন দেখে গেছ। হঠাৎ ফোন করে কুশল প্রশ্ন কেন?"

সুরজিৎ আমতা আমতা করে বলে, "একটা ব্যাপার হয়েছে। নাসিক থেকে একটা টিম এসেছে বলেছিলাম না? তিনদিন ধরে মেসে বসে রয়েছে ঠায়। জম্মু ডালহৌসি দূরে থাক, মাধোপুরে সাইটি সিইং-এ পাঠাবো, তারও উপায় নেই। রাস্তা ধ্বসে গেছে। যানবাহন বন্ধ।"

মায়া বললো, "মাধোপুরে জল-কাদা ছাড়া আর কি সাইট আছে? থাকবার মধ্যে তো একখানা মিল্ক-বার, তাও নিশ্চয়ই দুগ্ধাভাবে বন্ধ এখন।"

সুরজিৎ আবার আমতা আমতা গলায় বললো, "সেই তো। এদিকে

মেসের খাবার খেয়ে নাকি ছেলেগুলোর পেটে চড়া পড়ে গিয়েছে। বলছে আজ রাত্রে আমাদের বাড়ি চড়াও হ'বে। তোমার রান্নার নাকি খুব সুখ্যাতি শুনেছে, তারই পরখ করবে হাতে কলমে।"

সভয়ে আঁতকে ওঠে মায়া, "ওমা, সে কি গো? ঘরে যে পদার্থও নেই, রান্না করবো কি?"

এতো সহজে সংবাদটা ভাঙতে পেরে সুরজিতের কন্ঠস্বর এক লাফে উপরে উঠে যায়, "সে যা পারো কোরো। সাক্ষাৎ দ্রৌপদী তুমি - অবশ্য সর্বার্থে নয়, কেবল রন্ধনে ----।"

ঠাট্টাটা গায়ে মাখে না মায়া।

কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, "রসিকতা রাখো। আমার বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে এখন!"

সুরজিৎ হালকা গলায় বলে, "আচ্ছা রাখলাম। সাড়ে ছ'টা নাগাদ আসবো ওদের নিয়ে। ওরা ছ'জন আছে। ম্যাথাইকেও বলবো, কেমন? ওই তো ডীল করছে ওদের সঙ্গে। ও কে, বেষ্ট অফ্ লাক ----।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে শোবার ঘরে এলো মায়া। ওর মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। সুরজিৎ বলে গিয়েছিল আজ অফিসে ওয়ার্কিং লাঞ্চ আছে। তাই রান্নার দিকে যায়নি মায়া। ভেবেছিল নিজে চা আর স্যাণ্ডুইচ দিয়ে চালিয়ে নেবে। তাছাড়া ঘরে আছেই বা কি যে রাঁধবে। সম্বলের মধ্যে ক'টা আলু পেঁয়াজ পড়ে আছে ঝুড়িতে। আর ফ্রিজে আছে গোটা দশেক ডিম। দু'দিন ধরে দু'বেলা খিচুড়ি খাচ্ছে ওরা। আজ রাত্রেও তাই আছে বরাতে। অন্তত এতক্ষণ সেই রকমই পরিকল্পনা ছিল মায়ার, কিন্তু সুরজিতের ফোন এসে সব কিছু ওলট পালট করে দিল।

আর মাত্র ক'ঘন্টা পরেই স্বামী সদলবলে আসবে। সঙ্গে যাদের আনবে তারা ক্ষুৎ-পিপাসার্ত জলমগ্ন বিপন্ন শরণার্থী নয়, মেসের পাচক-পরিচারকদের আদর-যত্ন-আপ্যায়নে ভুরিভোজনে পরিপুষ্ট তিতিবিরক্ত উচ্চ বর্গের রাজ-কর্মচারী। এবং তারা আসছে মুখ বদলাতে। তার শূন্য ভাঁড়ার থেকে কোন মন্ত্রবলে অতিথিদের উপযুক্ত পরিচর্যার উপকরণ সংগ্রহ করবে তাই ভেবে দিশেহারা হয়ে যায় মায়া। এক হাতে কপালের

রগ দু'টো চেপে ধরে। কিন্তু এখন দিশেহারা হ'লে চলবে না তার। মাথা-ঘোরা স্থগিত রেখে রান্নাঘরে পদার্পণ করলো মায়া। বড় এক মগ কড়া কফি বানাবে আগে, তারপর কফি সেবন করতে করতে অন্বেষণ করবে এই আকস্মিক বিপর্যয়ের ত্রাণ মন্ত্র।

গ্যাসে কফির জল চাপিয়ে জানলার বাইরে দৃষ্টি চালিয়ে দিল মায়া। রান্নাঘরের লাগোয়া দু'খানা সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টার। আগে যখন দিনকাল অন্যরকম ছিল এ বাড়ির বাসিন্দাদের সারাদিনের বাঁধা ঝি-চাকর বেয়ারা-বাবুর্চি থাকতো। সে সব ঘুচে গিয়ে ঠিকে ঝি'তে ঠেকেছে এখন। তড়িঘড়ি এসে ঝুপঝাপ কাজ সেরে দিয়ে চলে যায় গৃহান্তরে। বাড়ি পিছু দু'জন লোকের বদলে এখন বরাদ্দ ঝি-পিছু পাঁচখানা বাড়ি। অতএব সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টারগুলোর আর আগের মাহাত্ম্য নেই। আজকাল তাতে অব্যবহার্য, বাড়তি জিনিষপত্র তালাবন্ধ করে রাখে লোকে। খালি বাক্স, ফ্রিজের ক্রেট, ভাঙা সাইকেল, প্র্যাম। বাকি বাড়িটা পরিষ্কার, ছিমছাম থাকে তাহলে। কেউ কেউ একটা কোয়ার্টারে লস্কর বা পিওন শ্রেণীর কাউকে বসায়। পরিবর্তে বাগানের দেখা-শোনা, ফাই-ফরমাস, খুচরো কাজ পাওয়া যায় দরকার মত। তবে তার জন্যেও কপাল করা চাই।

মায়াদের সারভেন্টস্ কোয়ার্টার জুড়ে এক ভীমকায় লস্কর তার বউ বাচ্চা সমেত বসে রয়েছে ক'বছর ধরে। নিখরচায় কলের জল, বিজলী বাতি ভোগ করছে। বিনিময়ে কাজ যা করে মায়াই জানে। নেহাত উর্বর জমি, চোখ বুঁজে বীজ ছিটিয়ে দিলেই সময়ে ফসলে খেত ভরে যায়। এখনও বাগান ভরে সীম- মটর কপি-টোমাটো মূলো-বেগুনের ভিড়। শুধু জল-কাদা ভেঙে তুলে আনার অপেক্ষা....।

জানলার পাশে বারান্দায় চারপাইয়ে গা এলিয়ে ফ্যাকাসে রুগ্ন চেহারার বউটা কামিজের ফাঁক থেকে শীর্ণ চর্মসার স্তনভাগ বার করে তার নবতম বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। ওই বুকে কোথা থেকে অত দুধ আসে ভেবে অবাক হয় মায়া। বাচ্চাটা দু'মাস আগে হয়েছে। তার উপরের দু'টি শিশুও ভূমিষ্ঠ হয়েছে ছয় হাত বাই আট হাতের ওই ঘরখানাতেই। তাদের বড় আরও দু'জন আছে। বউটা গলায় শির বার করে সর্বক্ষণ চেঁচায় তার এই পাঁচটি বাচ্চার পিছনে। বাচ্চাদের বাপ বাড়ি থাকলে, সেও নিস্তার পায় না। পাগড়ি দাড়ি সমেত বিপুল চেহারার

লোকটাকে নিত্য বউয়ের গালিগালাজ অমন নিঃশব্দে হজম করতে দেখে ভারি অবাক লাগে মায়ার। অপরিমিত পিতৃত্বের দায়ে লোকটার যেন গরুচোরের অবস্থা। নইলে অফিস ফেরতা কাঠ কেটে, চুলো ধরিয়ে বউকে চায়ের গ্লাস এগিয়ে দেয় না কেউ। সে যাই হোক, মোটকথা, বাসস্থানের বিনিময়ে পাওনা কাজটুকু মায়া কোনদিনই পায় না। বলতেও পারে না কিছু। অবশ্য সেটা লোকটার প্রতি করুণায় কিংবা তার রোগা বউয়ের ভয়ে, তা নিজেও সঠিক জানে না সে ----।

কফির মগ হাতে নিয়ে শোবার ঘরে এলো মায়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চুমুক দিলো তাতে। তারপর বাথরুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। বছর পনেরোর একটি মেয়ে দুই হাতে কাচা কাপড় নিংড়োচ্ছে প্রাণপণে। সালোয়ার পরা পা দু'টি হাঁটু অবধি ভিজে গেছে। রুক্ষ বিনুনি ঘাড়ের পাশ দিয়ে সামনে ঝুলছে। জীর্ণ কামিজের ফাঁক দিয়ে আধময়লা অন্তর্বাস বেরিয়ে আছে। ঠিকে ঝি - সুগন্ধা।

মায়াকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মায়া ইষৎ হেসে বললো, "কাপড় তো কাচলি, এখন মেলবি কোথায়? কালকের ধোয়া কাপড় এখনও শুকোয়নি। সারা বাড়ি ধোবিঘাট হয়ে আছে একেবারে।"

সুগন্ধা হাতের কাপড়টা নামিয়ে রাখলো। শীতে-ফাটা গোলাপী কপোল থেকে রুক্ষ অবাধ্য চুলের গুচ্ছ সরিয়ে লাজুক বিব্রত মুখে তাকালো।

মায়া বললো, "কাপড়ের ব্যবস্থা পরে হবে। শোন্, ভারি বিপদ হয়েছে। আজ রাতে অনেক মেহমান আসবে দাওয়াৎ খেতে। অনেক রান্না করতে হবে এখুনি। তুই বাছা বাগান থেকে তরকারী-পাতি তুলে আন্। মালি বউকে বলতে সাহস হয় না। যা ঝগড়াটি। তাছাড়া নতুন পোয়াতি। জলে ভিজে কিছু হলে, শেষে আমায় দুষবে। তুই সাহেবের এই রেন-কোটটা পড়ে ঝুড়ি নিয়ে যা। যা-যা সবজি বলি নিয়ে আয়।"

সুগন্ধা ফিক্ করে হেসে ফেলে মায়ার কথাবার্তা শুনে।

মাথা নেড়ে বলে, "কোট লাগবে না, আমি এমনিই পারবো। আমি রোজ কত জলে ঘুরি, একটুখানি ভিজলে কিছু হয় না আমার।"

মায়ার ভারি মায়া লাগে অল্পবয়সী মেয়েটাকে এই ঠাণ্ডায় জলে-কাদায় পাঠাতে, কিন্তু উপায় কি? বাগানে এত সবজি থাকতেও এই ক'দিন এক নাগাড়ে চালে-ডালে সিদ্ধ খেয়ে এসেছে। সুগন্ধাকে বললেই একটা ফুলকপি কি বাঁধাকপি কিংবা ক'টা বেগুন এনে দিতো। কিন্তু কিছুতেই সে প্রাণে ধরে বলতে পারেনি। তবে আজ নেহাতই নিরুপায় ----।

মায়ার নির্দেশমত তরকারী এনে রান্নাঘরের মেঝেয় স্তূপ করলো সুগন্ধা। মায়া ততক্ষণে মশলা বাটাবাটি করে ফেলেছে। ঠিক হল সুগন্ধা এবেলা আর বাড়ি যাবে না। কিছু কিছু কাজকর্ম করে দিয়ে একেবারে বিকেলে যাবে। এর আগেও ক'বার এরকম হয়েছে। ওর বাড়ির লোকেরা ঠিক আন্দাজ করে নেবে। শুধু অন্ধকার হ'বার আগে পৌঁছলেই হ'ল ----।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় ওরা এলো। সুব্রমনিয়াম, লাল, মালহোত্রা, রক্ষিত, পাঠানিয়া, আচাপ্পা আর ম্যাথাই। সঙ্গে সহাস্য প্রশান্ত-বদন সুরজিৎ। মায়া স্মিত-মুখে এগিয়ে অভ্যর্থনা জানালো সবাইকে। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ড্রইং রুম। ওপাশে খাবার টেবিলে কাঁচের প্লেট-কাটলারি-ন্যাপকিন থাকে থাকে সাজানো। রান্নাঘর থেকে খাদ্য-সম্ভারের সুঘ্রাণ ভেসে আসছে। সাইডবোর্ডের উপর সুদৃশ্য ট্রে'তে সুসজ্জিত পান-সামগ্রী। সুরজিৎ সপ্রশংস দৃষ্টিতে মায়ার দিকে চাইলো। তারপর ভরা ট্রে'খানা দু'হাতে তুলে নিয়ে অভ্যাগতদের অপ্যায়নে রত হ'ল। মায়া রান্নাঘর থেকে ঘুরে এলো একবার।

রক্ষিত বললো, "ভাভিজী নিশ্চয়ই মনে মনে আমাদের খুব গালাগাল দিচ্ছেন এমন ভাবে সদলবলে হামলা করার জন্যে?"

মায়া হাসিমুখে বললো, "গালাগাল দিচ্ছি ঠিক, তবে সেটা এই অসময়ে পচা-বর্ষা সঙ্গে করে আনার জন্যে। আপনারা যেই এখানে পা দিলেন, ব্যস অমনি বৃষ্টি শুরু ----।"

পাঠানিয়া বললো, "ভাভিজী স্কুলে জিওগ্রাফিতে ফাঁকি দিয়েছেন। অসময় মানে? এই তরাই অঞ্চলে এখনই তো বৃষ্টির সময়। বৃষ্টি না হ'লেই বরং মাথায় হাত দেবে লোকে। খেতে ফসল হ'বে না, নানান

রোগ-ভোগ-জ্বর-জারি লেগে যাবে চারিদিকে। এসব অঞ্চলে অ-ভেজা শীতকাল দারুণ দুর্যোগের দূত।"

মায়া বলে, "আপনি তো এদিকের লোক, এ সব জানেন। আমাদের বাপু বর্ষাকালে বৃষ্টি দেখার অভ্যেস। অন্য সময় ভুলে একটু আধটু বৃষ্টি পড়ে কখনো-সখনো। জানুয়ারী মাসে চারদিন ধরে এরকম পথ-ঘাট-মাঠ ভাসিয়ে মুশলধারে বর্ষণ দারুণ অনিয়ম বলেই মনে হয়।"

রান্নাঘরে এসে দেখে সুগন্ধা ময়দা মাখা সেরে চুপচাপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে দেখে বললো, "মেমসাব, আমি এবার বাড়ি যাই। বাড়িতে সবাই ভাববে।"

মায়া বললো, "সেকি, না খেয়ে যাবি? লুচি ক'টা ভেজে নিয়ে ওদের খেতে দিয়ে দেবো। তোকেও রান্নাঘরে বসিয়ে দেবো সেই সঙ্গে। আহা, এত খাটলি! আজ তুই না থাকলে কিছুতেই একা সামলে উঠতে পারতাম না।"

সুগন্ধা কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

মায়া বললো, "দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল। শীতের রাত তো! তুই ভাবিস্ না। মালি খড়্গ্ সিং'কে সঙ্গে দেবো। বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবে তোকে। যা দিনকাল পড়েছে। একা যাওয়া ঠিক নয়।"

এ কথায় সুগন্ধার দুশ্চিন্তা কমলো কিনা বোঝা গেল না। সে চুপ করে রইলো।

খান কয়েক লুচি ভেজে নিয়ে সুগন্ধাকে লুচি ভাজার কাজে লাগিয়ে দিয়ে মায়া খাবারের পাত্রগুলো ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে দিলো। সব শেষে ফ্রায়েড রাইস ও লুচির ট্রে টেবিলে নামিয়ে ডাক দিলো ওদের। টেবিল ঘিরে প্রশংসার উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লো ওরা, "উঃ ভাভিজী, করেছেন কি? এ যে একেবারে রয়েল ব্যাঙ্কোয়েট !"

মালহোত্রা বললো, "জানেন ভাভিজী, দাদা সমানে আমাদের প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করার চেষ্টা করছিল। বলছে আমাদের বাড়ি ক'দিন বাজার হয়নি, কিচ্ছুটি নেই। খিচুড়ি ছাড়া কিচ্ছু জুটবে না বরাতে।

আমরা বললাম ঠিক আছে, খিচুড়িই সহ ----.।"

মায়া হেসে বললো, "মৌখিক প্রশংসা না করে খেয়ে দেখাও তো! খাবার কিচ্ছু যেন পড়ে না থাকে ----।"

সুরজিতের মুখখানা প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। সত্যি, নেই নেই করেও শেষ অবধি কম আয়োজন করেনি মায়া। ডিমের ডালনা, ভাজা মুগের ডাল, দই-ফুলকপি, বেগুন ভাজা, বাঁধাকপির ঘন্ট, টোমাটোর চাটনি আর ক্যারামেল পুডিং। মাত্র ছ'ঘন্টার নোটিসে এতসব পরিকল্পনা, জোগাড়, রন্ধন, পরিবেশন। পুরোপুরি ভেল্‌কি না হ'লেও, তার কাছাকাছি বৈকি।

ওরা হুল্লোড় করে খেয়ে চলেছে। রান্নাঘরের এক পাশে সুগন্ধাকে বসিয়ে দিয়েছিল মায়া। বিশেষ কিছু খেলো না মেয়েটা, ওর পিড়াপিড়ি সত্বেও। শুকনো মুখে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকাচ্ছে বারে বারে। এত দেরী করে বাড়ি ফেরার জন্যে বকাবকি খাবে কিনা কে জানে? মায়া ভাবে মেয়েটাকে এতক্ষণ না আটকালেই হ'ত। যাক্, এখন আর সে চিন্তা নিরর্থক। বরং আজকের উদ্বৃত্ত ফ্রিজে যা থাকবে, তাই দিয়ে আগামীকাল আর একবার সুগন্ধাকে ভোজ খাইয়ে দেবে মায়া। দিনের আলোয় নির্ভাবনায় তৃপ্তি করে খেতে পারবে মেয়েটা।

সুরজিতের কাছে এসে নীচু গলায় বললো, "ওগো, মালিটাকে একটু বলো না সুগন্ধাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক ----।"

লাল বললো, "ভাভিজী, এসব সবজি কি বাগানের? নিশ্চয়ই খুব মেহনতী মালি তোমাদের?"

সুরজিৎ হেসে বললো, "মালি মেহনতী বটে, তবে মেহনৎটা আমাদের বাগানের জন্যে না করে নিজের পরিবারের জন্যে করে। বাগানের শাক-সবজি সবকিছুই স্বয়ম্ভূ, নিজে থেকেই যতটুকু হয়।"

"কিঁউ? ফ্রি কোয়ার্টারে থাকবে আর কাজ করবে না কেন?" ম্যাথাই তেরিয়ে হয়ে ওঠে।

মায়া বলে, "আসলে আমাদেরও দোষ আছে। কাজ করতে বললে হয়তো করে, কিন্তু বলিই না যে আমরা।"

সুরজিৎ টিপ্পনী কাটে, "মালির যা একখানা খাণ্ডারণী বউ আছে!

তার গলার জোরে বাড়ির ত্রিসীমানায় কাক চিল বসে না। ভয়ে ধারে কাছে যাই না আমরা। যা খুশি করুক ----।"

মায়া বলে, "একটা মানুষের উপর কাঁহাতক চাপ দেওয়া যায়? দশটা-পাঁচটা ডিউটি করছে; এক পাল বাচ্চা, রুগ্ন দজ্জাল বউ, সব কিছু সামাল দিচ্ছে - তাদের ফাইফরমাস, বাজার-ঘাট, ওষুধ-পথ্যি মায় রান্না-বান্না পর্যন্ত ওই একটা মানুষের ঘাড়ে। এর উপর আবার বাগান কোপাতে বলা যায়? আর বললেই বা করবে কখন?"

আচপ্পা সখেদে বলে, "এসব লোকের প্রতি একদম দয়া দেখাতে নেই। ক্যাম্পে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টার নেই? সেখানে গিয়ে অপারেশন করিয়ে আসুক। গভর্ণমেন্ট মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের ভাল করার চেষ্টা করছে। আর সব প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা পণ্ড করে দিচ্ছে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বেয়াক্কেলে লোকগুলো ----।"

সুরজিৎ রান্নাঘরের ওপাশে গিয়ে হাঁক পাড়লো, "খড়্গ্ সিং ----।"

খানিক পরে সারভেন্টস্ কোয়ার্টারের বারান্দায় খড়্গ্ সিং আত্মপ্রকাশ করলো। কোলে ক্রন্দনরত চার নম্বরের বাচ্চাটা। সুরজিৎ জানলা দিয়ে ওকে কিছু বলে বসার ঘরে ফিরে এলো। খানিক বাদে পাগড়ি ঠিক করতে করতে খড়্গ্ সিং দরজায় এসে দাঁড়ালো। সুগন্ধা চাদর জড়িয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।

মায়া বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখে বললো, "যাক্, বৃষ্টি নেই এখন। তোকে ভিজতে হবে না। বাবাকে বলিস, মেমসাব আটকে রেখেছিল। তোর কোন দোষ নেই।"

একটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল মায়া। অন্য সময় হ'লে হয়তো সুগন্ধা আপত্তি করতো টাকাটা নিতে। কিন্তু এখন শুকনো মুখে, নিরাসক্ত ভাবে নিয়ে নিলো টাকাটা। মায়ার মনে হ'ল মেয়েটা বড় বেশী ভয় পায় মা-বাবাকে। কে জানে, মারধোর অত্যাচার করে কিনা। হাজার হোক অশিক্ষিত গরীব লোক।

সুগন্ধাকে নিয়ে খড়্গ সিং চলে গেল। খানিক বাদে মায়া রান্নাঘরে গিয়ে কফি তৈরী করলো। সুদৃশ্য ছোট ছোট কাপে ভোজনোত্তর কফি। সাবানের ফেনার মত হালকা ফাঁপানো ক্রীম ভাসছে উপরে। ট্রে হাতে

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করতেই মালহোত্রা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মায়ার হাত থেকে সেটা নিয়ে সবাইকে কফি পরিবেশন করতে লাগলো।

পাঠানিয়া রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললো, "সর্বনাশ, এগারোটা বাজে। এবার ওঠা উচিত আমাদের।"

সুরজিৎ বলে, "আরে বোসো, বোসো। কাল তো রবিবার। মেসে বসে কড়িকাঠ গুণবে সারাদিন। তার থেকে বরং রাত করে শুলে, সকালটা ঘুমিয়ে কেটে যাবে। টানা ঘুম দিও সকাল দশটা পর্যন্ত। বেয়ারাকে বলে দিও ব্রেকফাস্ট দেরী করে আনতে।"

রক্ষিত হেসে বললো, "এই এত খাবার পর ব্রেকফাস্ট? বুঝলে ভাভিজী, কাল লাঞ্চও মিস করছি আমি। যা তোফা ডিনার খাইয়েছ ----।"

মায়া লজ্জা পেয়ে বলে, "কোন কিছুর ব্যবস্থা করতে পারিনি। বাগানের শাকপাতা খাওয়ালাম শুধু। এর পরের বার এলে ভাল একটা ডিনার পাওনা রইলো তোমাদের। চিকেন বানাবো তখন।"

এর খানিক পর বিদায় নিলো ওরা।

এতক্ষণ লোকজন, হৈ-চৈ'এ মেতে ছিল। এখন মায়ার মনে হ'ল ক্লান্তিতে সারা দেহ ভেঙে পড়ছে, শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা। সুরজিৎ ওর সামনে এসে দাঁড়ালো।

মিলিটারী কায়দায় সেলাম ঠুকে বললো, "সাবাস মেমসাব, কন্‌গ্রাচুলেশন্‌ ----।"

মায়া মুচকি হেসে বললো, "যাক্‌, দ্রৌপদীর খেতাবটা বজায় রেখেছি তাহ'লে?"

সুরজিৎ ওর পাশে বসে ওর গায়ে গা এলিয়ে দিয়ে বললো, "দ্রৌপদী হ'বার ভারি শখ, তাই না?"

মায়া চোখ নাচিয়ে বলে, "তুমিই তো বলেছিলে মশাই, ভুলে গেলে?"

"সত্যি ঠাট্টা নয়, খুব ভাল ভাবে উৎরে গেছে ডিনারটা। আমি তো ভয়ে ভয়ে ছিলাম। বাড়িতে ভাঁড়ে মা ভবানী আর এদিকে একপাল অতিথি এনে হাজির করলাম। রিয়েলি ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল !"

"কিন্তু এখন আর মোটেই ওয়াণ্ডারফুল লাগছে না। গা-গতর চূর্ণ হয়ে গেছে। প্লীজ, টেবিল থেকে খাবারগুলো ফ্রিজে তুলে রাখো। ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে আমার।"

সুরজিৎ সহানুভূতির সুরে বলে, "যাও, শুয়ে পড়ো। আমি সব ঠিক করে রাখবো। সত্যি, দারুণ ধকল গেছে তোমার। সকাল আটটার আগে উঠো না। কালকের ব্রেকফাস্টের ভার আমার।"

হায়রে, কোথায় বেলা আটটা অবধি টেনে ঘুম লাগাবে, তা নয়, ভোরের আলো ফোটার আগেই টেলিফোনের একটানা আওয়াজ শুরু হ'ল। বেশ খনিকক্ষণ পরে চোখ খুললো মায়া। সারা গায়ে ব্যথা করছে তখনো। ভাবলো এক্ষুনি থেমে যাবে টেলিফোন, মিথ্যে ধড়মড় করে উঠে লাভ নেই। কিন্তু লাইনের ও তরফেরও ধনুর্ভঙ্গ পণ যেন।

মায়া সুরজিতের গায়ে ঠ্যালা দিল, "ওগো শুনছো, ফোন এসেছে ----।"

সুরজিতের নাসিকাধ্বনিতে ছেদ পড়লো না, গ্রামের তারতম্য ঘটলো শুধু। কালকের মহার্ঘ পানীয়ের সবটুকু যে অতিথিসেবায় নিঃশেষ হয়নি, গৃহকর্তারও ভোগে লেগেছে তার অকাট্য প্রমাণ এই সুখসুপ্তি। মায়া বুঝলো সুরজিৎকে জাগানো সময়সাপেক্ষ। নিরুপায় হয়ে লেপ ঠেলে উঠে পড়লো।

চটি জোড়ায় পা গলিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে রিসিভার তুলে বললো, "হ্যালো।"

ও পাশ থেকে হেঁড়ে গলায় জবাব এলো, "গুড মর্নিং সার, সাবকো জরা বুলা দিজিয়ে।"

"সাহেব ঘুমোচ্ছে। কি দরকার বলো।"

"আজ্ঞে, গার্ডরুম থেকে বলছি। একটা লোক কাল রাত থেকে গেটে এসে ধর্না দিয়েছে। নাম বলছে মেলারাম। আপনাদের বাড়ি যেতে চায়। রাত্তির বেলা আপনাদের ঘুম থেকে তুলে বিরক্ত করতে চাইনি। লোকটা বলছে ওর মেয়ে নাকি আপনাদের বাড়ি কাজ করে। কাল সে বাড়ি ফেরেনি।"

মায়া বলে, "না তো। সে তো কাল সন্ধ্যে রাত্রে চলে গিয়েছে। এই

আটটা ন'টা নাগাদ ----।"

লোকটা রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে কার সঙ্গে কথা বললো। নেপথ্যে বকাবকির আবছা আওয়াজ ----।

লোকটা মায়াকে বললো, "মেমসাব, সাহেবকে একটু ডেকে দিন।"

"এই যে এক্ষুনি ডাকছি।"

রিসিভারটা ফোনের পাশে কাৎ করে রেখে শোবার ঘরে ছুটে এলো মায়া।

সুরজিতের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলো, "এই শোনো, শীগ্‌গীর ওঠো, গার্ডরুম থেকে ডাকছে।"

সুরজিৎ চোখ মেলে ধড়মড় করে উঠে বললো, "কি হয়েছে?"

"গার্ডরুম থেকে ফোন এসেছে। সুগন্ধা নাকি কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি ----।"

সুরজিৎ ফোনে লোকটার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পালটে নিলো।

"আমি একটু ঘুরে আসছি।"

"আমিও যাবো।"

"ডোন্ট বি সিলি। আমি এক্ষুণি চলে আসবো।"

সুরজিতের জীপ চলে গেল। মায়া চিত্রার্পিতের মত দাড়িয়ে রইল দরজা ধরে। খানিক পরে কি যেন মনে পড়লো তার।

দ্রুতপদে রান্নাঘরে এসে জানলা খুলে ডাক দিলো, "খড়্‌গ্‌ সিং! খড়্‌গ্‌ সিং!"

বারান্দার ওপাশে দরজার ফাঁকে রুগ্ন ফ্যাকাসে একটা মুখ ভেসে উঠলো। উড়নির অবগুন্ঠনে চোখ দু'টো ঢাকা।

"খড়্‌গ্‌ সিং কোথায়?"

"সে বাড়ি নেই।"

"কোথায় গেছে?"

"ডিউটিতে। ভোরবেলা উঠে চলে গেছে আলো ফোটার আগে।"

"আজ আবার ডিউটি কিসের? আজ তো রবিবার।"

বউটা উত্তর দিল না।

মায়া আর কি বলবে ভেবে পেলো না। ওকে সুগন্ধা-সংক্রান্ত কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হ'ল না তার। বিনম্র মুখে এরকম বিনীত কথাবার্তা কতক্ষণ টিকবে জানে না মায়া। হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠে স্বমূর্তি ধরলেই গেছে সে। আর বেশী না ঘাটানোই ভাল। এদিকে সুরজিতের আক্কেল দেখেও অবাক হ'ল সে। এক্ষুণি আসছি বলে গেল, আসার নামও নেই। অধৈর্য হয়ে সারাবাড়ি পায়চারী করতে থাকে মায়া। খবরের কাগজ সামনে খুলে বসে, মন লাগে না কাগজে। দু'বার কফি তৈরি করেছে। অর্ধেক খেয়ে কাপ নামিয়ে রেখেছে দু'বারই। দুপুর গড়িয়ে গেল। অদ্ভুত একটা অস্থিরতায় অসুস্থ বোধ করতে থাকে সে। গার্ডরুম অবধি কি হেঁটেই চলে যাবে নাকি? সুরজিৎ কি ওখানে আছে এখনও? হয়তো ওখানকার কাজ ক'মিনিটেই মিটে গেছে, তারপর দরকারী কোন কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তার, আর সেই সূত্রেই আটকে পড়েছে কোথাও ----।"

একটা জীপ এসে থামলো। সুরজিতের জীপ। মায়া দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো।

"কি গো, কি হ'ল? এত দেরী করলে যে?"

উর্দিপরা ড্রাইভার সেলাম ঠুকলো মায়াকে, "সাহাবনে আপকো গার্ডরুমমে বুলায়া হ্যায়।"

মায়া বিস্মিত হয়ে বললো, "কেন?"

ড্রাইভার বললো, "জী, য়হ্ তো মুঝে মালুম নহী।"

মায়া ঘরে এসে তাড়াতাড়ি শাড়িটা পালটে নিয়ে জীপে উঠে বসলো।

গার্ড রুমের সামনে লোকে লোকারণ্য। একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে আর তার পাশে স্থানুর মত বসে এক বৃদ্ধ

শূন্য দৃষ্টিতে সামনের পানে চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। নানা বয়সের ঝি-চাকর শ্রেণীর লোক জটলা করে চাপা গলায় কি সব বলছে। তাদের মাঝ দিয়ে গম্ভীর মুখে আসা যাওয়া করছে গার্ড ও পুলিসের লোকেরা।

মায়া জীপ থেকে নেমে গার্ড-রুমের ভিতরে এলো। একজন গার্ড হাত নেড়ে ও পাশের ঘরে যেতে নির্দেশ করলো তাকে। ক্যাম্পের ডাক্তার কর্ণেল সাহা, সুরজিৎ ও একজন হোমরা চোমরা চেহারার লোক রয়েছে সেখানে। ঘরের মাঝখানে একটা সাদা স্ক্রীন। সুরজিৎ শুকনো মুখে মায়ার দিকে দেখলো।

তারপর হোমরা চোমরা লোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বললো, "আমার স্ত্রী ---- কর্ণেল ওম প্রকাশ।"

কর্ণেল ওম প্রকাশ স্ক্রীনের উপর হাত রেখে বললেন, "এদিকে আসুন।"

এক টানে স্ক্রীন সরিয়ে দিলেন।

মায়া চিৎকার করে উঠলো, "না ----।"

তারপর স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো। স্ক্রীনের ওপাশে সাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে শুয়ে রয়েছে সুগন্ধা। মুখখানা দেখা যাচ্ছে শুধু। শীতে ফাটা গাল জুড়ে বড় বড় আঁচড়ের দাগ। ঠোঁটের পাশে রক্ত জমে আছে। স্থির নিশ্চল চোখের তারায় সীমাহীন আতঙ্ক।

মায়া দু'হাতে মুখ ঢেকে সেখানেই মেঝের উপর বসে পড়লো। ঘরের মেঝে নয়, যেন দোদুল্যমান ডিঙি নৌকো খোলামকুচির মত ভেসে চলেছে অন্ধকার সমুদ্রের বুকে। আর সেই অন্ধকারের বুক চিরে সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে আসছে কর্ণেল ওম প্রকাশের জলদ-গম্ভীর কন্ঠস্বর।

ওম প্রকাশ বলছেন, "ঘন্টা দু'য়েক আগে পাওয়া গেছে বডিটা। গাঁয়ে যাবার মেঠো পথে ঝোপের মাঝে পড়ে ছিল। মেসের গোয়ালা প্রথম দেখতে পায় ----। খড়গ্ সিং'কে থানায় নিয়ে গেছে। পালানোর মতলব করছিল। কিন্তু রাস্তা ধ্বসে যাওয়ায় যান-বাহন বন্ধ। তাই বেশীদূর যেতে পারেনি ----। সবকিছু কবুল করেছে সে ----।"